17 MAY 2017

শিক্ষার্থীদের জিম্মি করলে কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

■ সমকাল প্রতিবেদক

কোনো শিক্ষার্থীকে প্রলোভন দেখিয়ে, জোর বা জিম্মি করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করালে ওই শিক্ষার্থীর অনলাইন আবেদন বাতিল করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড। একই সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। এ জন্য ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বোর্ডে এসে আবেদন করতে হবে। একই সময়ে সে নতুন করে পছন্দের কোনো কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান সমকালকে এসব জানিয়ে বলেন, বাণিজ্যিকভিত্তিতে গড়ে ওঠা কিছু কলেজের ব্যাপারে মৌখিক অভিযোগ পেয়েছেন তারা। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরই মধ্যে এ বিষয়ে সার্কুলার জারি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, কোনো ভর্তিচ্ছুর অনলাইনে করা আবেদনে ভুল হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঁচবার সংশোধনের সুযোগ পাবে সে।

ভর্তির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবারও আসনের তুলনায় শিক্ষার্থী কম পাস করায় সারাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক আসন শূন্য থাকবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন সমকালকে বলেন, অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম চালু হওয়ায় অনেক অখ্যাত কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে না– এই আশঙ্কা থেকেই ওইসব কলেজে জোর করে শিক্ষার্থীদের আবেদন করানো হচ্ছে। এ ধরনের অসংখ্য অভিযোগ তাদের কাছে এসেছে। কোনো শিক্ষার্থী আবেদন বাতিল করতে চাইলে তাকে মূল রেজিস্ট্রেশন' কার্ড ও মূল প্রবেশপত্রসহ নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের কলেজ শাখায় আগামী ২৬ মের মধ্যে যোগাযোগ করার নির্দেশনা ভর্তির ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, কোনো শিক্ষার্থীর

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষার্থীদের জিম্মি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মোবাইল ফোন নম্বর ভুল হলে বা নিরাপত্তা কোড না পেলে ভর্তির ওয়েবসাইট থেকে সংশোধন করে নেওয়া যাবে। এ ছাড়া যারা আবেদন করতে গিয়ে ভুল নম্বরে টাকা পাঠিয়েছে, তাদের পুনরায় ফি দিতে হবে না। এ ভুলগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা নিয়েছে বোর্ড।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৯ হাজার ৮৩টি কলেজে ভর্তি হতে পারবে। এর মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডে পাস করেছে এক লাখ আট হাজার ১১ জন; আসন রয়েছে এক লাখ ৩০ হাজার ৬০টি। সিলেট বোর্ডে পাস করেছে ৭৫ হাজার ৩৭৪ জন; আসন রয়েছে এক লাখ ২৩ হাজার ৫১৯টি। যশোর বোর্ডে পাস করেছে এক লাখ ২২ হাজার ৯৯৫ জন; আসন রয়েছে দুই লাখ ৮৫ হাজার ৫৩৭টি। চট্টগ্রাম বোর্ডে পাস করেছে ৯৯ হাজার ২২ জন; আসন রয়েছে এক লাখ ২৯ হাজার ৭০টি। দিনাজপুর বোর্ডে পাস করেছে এক লাখ ৩৭ হাজার ৩২৬ জন; আসন রয়েছে তিন লাখ ৬৬ হাজার ২০টি। ঢাকা বোর্ডে পাস করেছে তিন লাখ ৮৮ হাজার ৫৪০ জন; আসন রয়েছে পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৪৪৯টি। বরিশাল বোর্ডে পাস করেছে ৭২ হাজার ৩৫৮ জন; আসন রয়েছে এক লাখ ৩৮ হাজার ৪৪০টি। রাজশাহী বোর্ডে পাস করেছে এক লাখ ৫১ হাজার ৪০৬ জন; আসন রয়েছে তিন লাখ ৪২ হাজার ৯৭০টি। মাদ্রাসা বোর্ডে পাস করেছে এক লাখ ৯৩ হাজার ৫১ জন; আসন রয়েছে পাঁচ লাখ ৮৫ হাজার ৯০০টি। কারিগরি বোর্ডে পাস করেছে ৮৩ হাজার ৬০৩ জন; আসন রয়েছে দুই লাখ ১৮ হাজার ৪৪৪টি। সব মিলে ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন পাসের বিপরীতে আসন রয়েছে ২৮ লাখ ৬২ হাজার ৯টি। পাস করা সব শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলেও এবারও ১৪ লাখ ৩০ হাজার ২৮৭টি আসন ফাঁকা থাকবে।

এদিকে গতকাল বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সারাদেশে আট লাখ ৯৫৬ জন শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। এর মধ্যে চার লাখ ৯৭ হাজার ৫৭৭ জন অনলাইনে এবং বাকিরা টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে আবেদন করেছে।